শিশুদের জন্য বাইবেল
নিবেদন করছে

যোনা ও বড়ো মাছ

লেখক: Edward Hughes

চিত্রাংকন: Jonathan Hay

অভিযোজন: Mary-Anne S.

অনুবাদক: Manab Biswas

প্রযোজনায়: শিশুদের জন্য বাইবেল
www.M1914.org

©2017 Bible for Children, Inc
স্বত্তাধিকার: গল্পটির অনুলিপি বা প্রিন্ট ব্যবহার করা যাবে তবে বিক্রয় করা যাবেনা।

অনেক বছর আগে, ইস্রায়েলে
যোনা নামে একটি লোক
বাস করত।

একদিন ঈশ্বর বললেন,
পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ও
শক্তিশালী শহর
নীনবীতে
যাও।

যোনাকে সেখানকার লোকদের
সতর্ক করতে বলা হয়েছিল
যে, ঈশ্বর জানেন
যে তারা
কত দুষ্ট।

যোনা ঈশ্বরকে অমান্য করল! নীনবীতে যাওয়ার পরিবর্তে, উল্টো দিকে তর্শীশ নামে একটা জায়গায় যাবার জন্য সে জাহাজে চাপল।

ঈশ্বর সমুদ্রে এক ভারী বাতাস উঠালেন। সেখানে ভীষণ ঝড় হয়েছিল। নাবিকরা ভয় পেতে লাগল যে, জাহাজ ভেঙ্গে ডুবে না যায়।

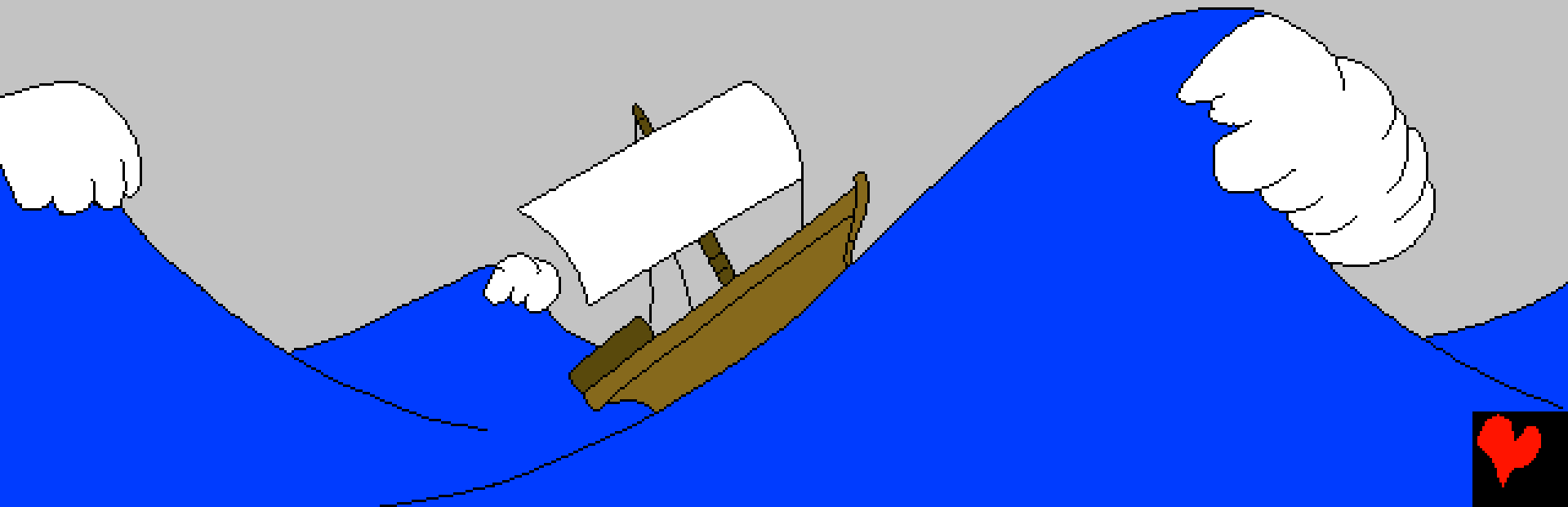

ঝড় আরও ভীষণ জোরে হতে লাগল। যারা জাহাজে চড়েছিল, তারা ভয় পেতে লাগল।

তারা তাদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল ও তাদের সমস্ত জিনিসগুলো সমুদ্রে ফেলে দিতে লাগল, যাতে জাহাজ হাল্কা হয়ে যায়, কিন্তু কিছুই হল না।

জাহাজে যোনা একমাত্র ব্যক্তি ছিল, যে প্রার্থনা করছিল না, সে জাহাজের নিচে শুয়ে গভীর ঘুমে ঘুমাচ্ছিল। জাহাজের নাবিক তাকে দেখতে পেয়ে বলল, “তুমি কী করছ, ঘুমাচ্ছ?

উঠে পড়! তোমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। হয়তো তোমার ঈশ্বর আমাদের কথা ভাববেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হব না”।

জাহাজের যাত্রীরা বুঝে গেল যে, তাদের সমস্যা যোনাকে নিয়ে। সে বলল যে, সে ঈশ্বরের কাছ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

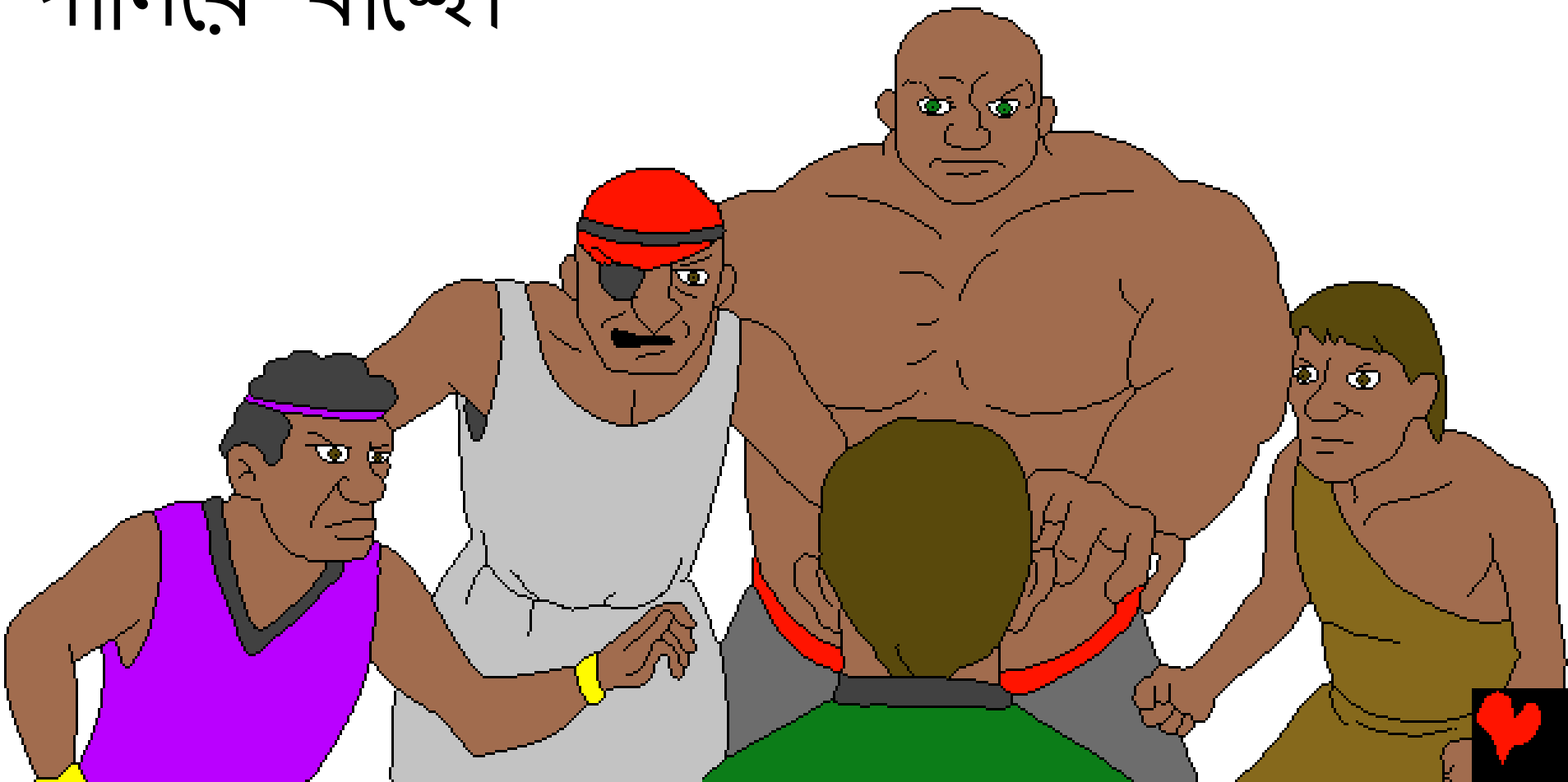

তারা জিজ্ঞাসা করল, “তোমার প্রতি কী করা উচিত, যাতে সমুদ্র আমাদের জন্য শান্ত হয়ে যাবে”।

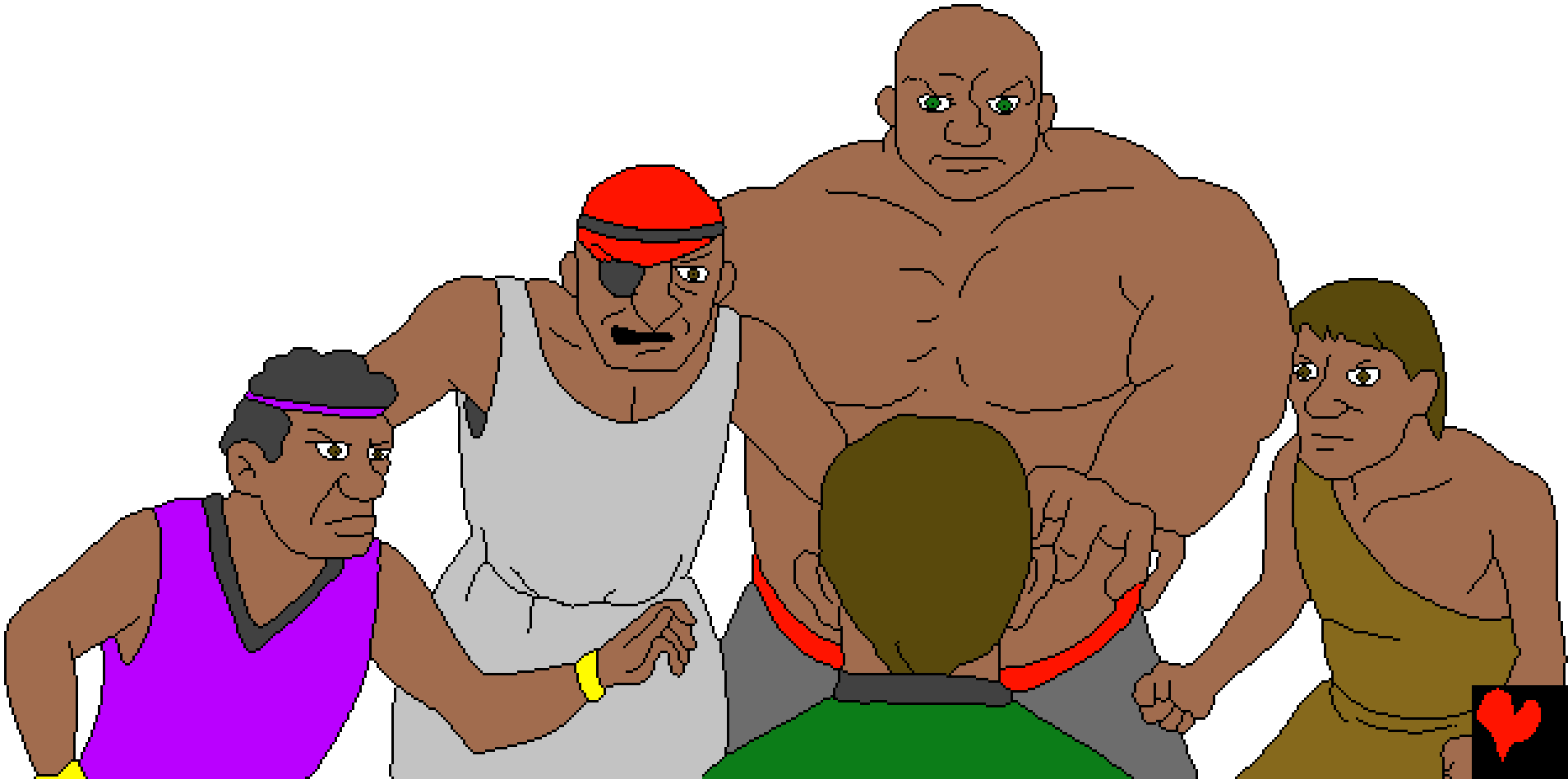

যোনা উত্তর দিল, “আমাকে তুলে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দাও, আমি নিশ্চিত যে আমার জন্যও তোমাদের উপরে এই বিরাট ঝড় এসেছে”।

যাত্রীরার যোনাকে ফেলতে চাইল না। তারা জাহাজটাকে পাড়ে আনার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারল না।

কেবলমাত্র একটি
জিনিসই তাদের
করতে হত।

ক্ষমা চেয়ে যাত্রীরা যোনাকে তুলে ছুড়ে ফেলল। ঢেউয়ের মধ্যে যোনা হারিয়ে গেল। সমুদ্র শান্ত ও বাতাস থেমে গেল।

হঠাৎ বাতাস ও ঝড় থেমে যাওয়ায়, যাত্রীরা আরও বেশি ভয় পেয়ে গেল।

তারা বুঝতে পারল যে, একমাত্র ঈশ্বরই এমন করতে পারেন। ভয়ে ও অবাক হয়ে তারা ঈশ্বরের উপাসনা করল।

ইতিমধ্যে
অবাধ্য
বার্তাবাহক
অবাক হয়ে গেল।
অসহায় অবস্থায়
সে সমুদ্রের মধ্যে
ডুবতে লাগল।

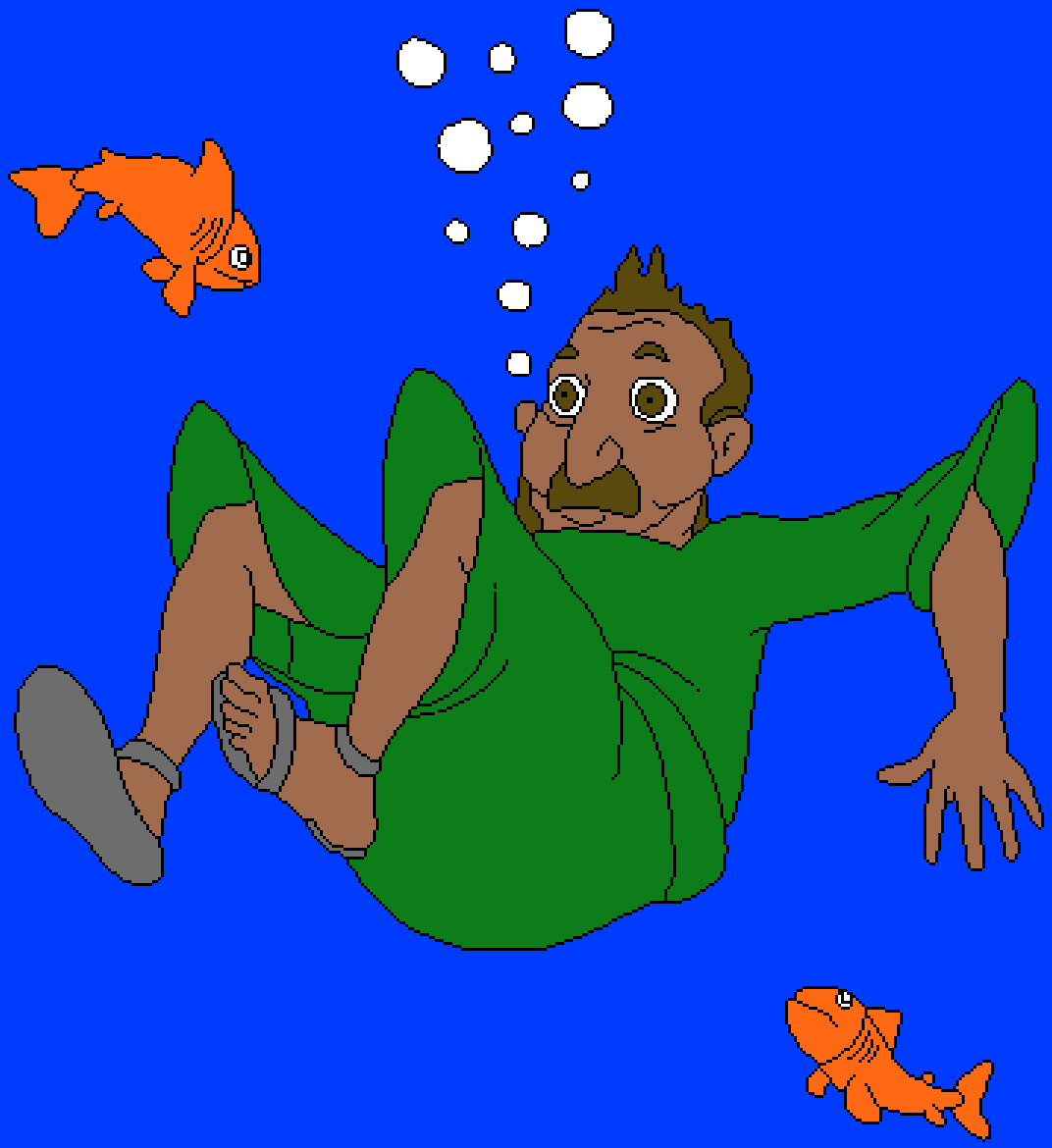

যোনা জানত যে, কোনও কিছুই এর হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারবে না। সে ডুবে যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের আর এক অন্য পরিকল্পনা ছিল।

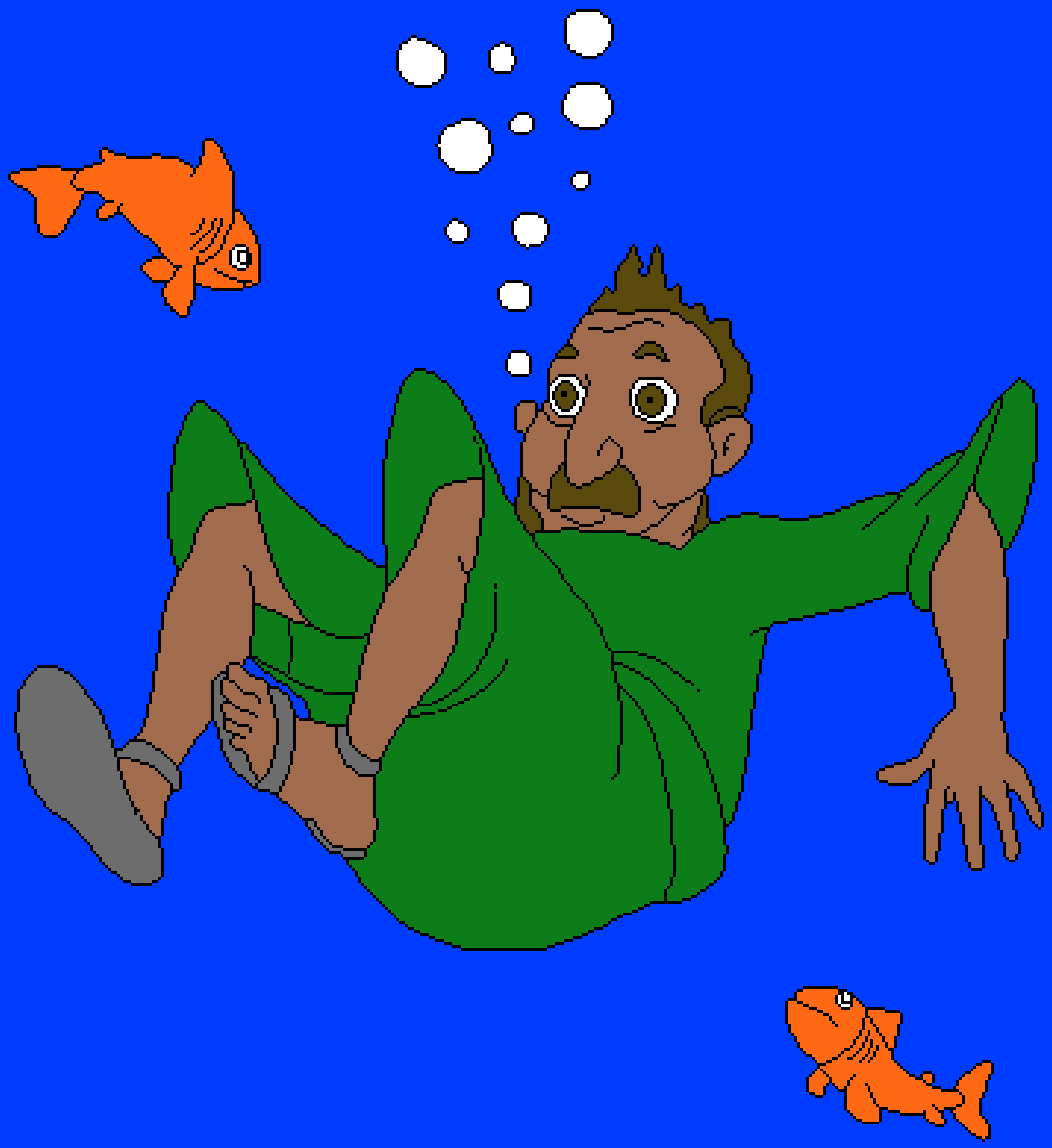

যোনাকে গিলে নেওয়ার জন্য ঈশ্বর একটা বড়ো মাছ তৈরি করেছিলেন। মাছটা ঠিক সময়ে এসেছিল! এক নিঃশ্বাসে যোনা সমুদ্র থেকে মাছের পেটের ভেতর চলে গেল।

যোনা তিনদিন মাছের ভেতর ছিলেন। প্রার্থনা ও চিন্তা করার জন্য তার অনেক সময় ছিল।

অবশেষে তিনদিন পর, যোনা ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার প্রতিজ্ঞা করল। ঈশ্বর সরাসরিভাবে মাছটির সাথে কথা বললেন, আর সেটি যোনাকে সমুদ্রের পাড়ে বমি করে বার করে দিল।

আর একবার ঈশ্বর যোনাকে নীনবীতে যেতে বললেন ও তাঁর কথা প্রচার করতে বললেন।

এই সময় যোনা গেল। শহরে প্রবেশ করে যোনা চিৎকার করে বলতে লাগল, “আর মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্য নীনবী ধ্বংস হয়ে যাবে”।

নীনবীর লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করল। তারা অনাহারে, চটের কাপড় পরে ঈশ্বরকে দেখাল যে, তারা তাদের পাপের জন্য দুঃখিত, এমনকি রাজাও ঈশ্বরের সামনে নত হলেন।

তিনি সিংহাসন ছেড়ে চটের কাপড় পরে ছাইয়ের উপর বসলেন। তিনি প্রত্যেককে তাদের দুষ্ট পথ, হিংসা থেকে ফিরে ঈশ্বরের দিকে মন ফেরাতে বললেন ও প্রার্থনা করতে বললেন, যাতে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেন।

ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেছিলেন।

যখন তারা জানতে পারল যে, ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, সেটা তাদের কাছে এক সুখের দিন ছিল।

কিন্তু এক ব্যক্তি খুব ক্রুদ্ধ
ছিল, যোনা।

যোনা কেন ক্রুদ্ধ ছিল? সে ঈশ্বরকে বলল, “আমি জানি, তুমি দয়াময় ঈশ্বর ও করুণাময়, ক্রোধে ধীর, দয়াতে মহান”।

আন্যভাবে বলা যায় যোনা জানত যে, যারা তাদের পাপের জন্য দুঃখিত ও তাঁর বাধ্য হয়, ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করে দেন।

এটা মনে হচ্ছিল যে, যোনা নীনবীর লোকদের পছন্দ করত না, সে চাইত না যে তাদের ক্ষমা করা হোক।

যোনা ঈশ্বরের উপর এতই রাগ করেছিল যে, সে বলল, “আমার প্রাণ নিয়ে নাও, জীবনের থেকে মৃত্যু ভালো”।

যোনা শহরের বাইরে বসে দেখছিল যে, ঈশ্বরের পরের পদক্ষেপটা কী? ঈশ্বর একটা বিরাট গাছ বানালেন, যার পাতাগুলো অনেক বড়ো। এটা খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হল ও প্রখর রোদ থেকে যোনাকে সারাদিন ছায়া দিল।

পরদিন ঈশ্বর একটি কীট পাঠালেন, যেটা গাছটাকে মেরে ফেলল।

তারপর ঈশ্বর একটি পরম বাতাস তৈরি করলেন, যেটা যোনাকে মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলো যোনাকে আরও বেশি ক্রুদ্ধ করেছিল।

তারপর ঈশ্বর যোনাকে বললেন, “তোমার কি রাগ করার কোনও অধিকার আছে?

তুমি ঐ গাছটার প্রতি রাগ করছ, যেটার প্রতি তুমি কোনও কাজ করনি ও তাকে বাড়াওনি।

এটা রাতের বেলায় বড়ো
হয়েছে, আর রাতের
বেলায় মারা গেছে”।

“নীনবীর প্রতি কেন আমি করুণা করব না। একটা মহান শহর, হাজার লোকের বসতি এখানে”।

যোনা ও বড়ো মাছ

ঈশ্বরের বাক্য থেকে বাইবেলের গল্প, বাইবেল,

যেখানে পাওয়া যায়

যোনা

“তোমার বাক্য প্রকাশিত হলে তা আলো দান করে।”
গীতসংহিতা ১১৯:১৩০

সমাপ্ত

বাইবেলের এই গল্প মহান ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেয় যিনি আমাদের নির্মান করেছেন এবং তিনি চান যেন আপনি তাঁর সম্পর্কে জানেন।

ঈশ্বর জানেন আমরা মন্দ কাজ করেছি, যাকে তিনি পাপ বলেন। পাপের শাস্ড়ি হচ্ছে মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এতই ভাল বাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে পাঠালেন যেন আমাদের পাপের শাস্ড়িস্বরূপ তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরন করেন। এর পর যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন এবং স্বর্গে চলে গেলেন। যদি আপনি যীশুকে কিশ্বাস করেন এবং আপনার পাপের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চান, তাহলে তিনি ক্ষমা করবেন। তিনি আসবেন এবং আপনার অন্ড়রে বাস করবেন, এবং আপনিও তাঁর সংগে অনন্ড়কাল ধরে থাকবেন।

আপনি যদি এই সত্যকে বিশ্বাস করেন, তাহলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলুন:

প্রিয় যীশু, আমি বিশ্বাস করি যে তুমি আমার প্রভু, এবং আমার পাপের জন্য তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছিলে, আর এখন তুমি আবার জীবিত হয়ে উঠেছো। দয়াকরে আমার জীবনে এসো এবং আমার পাপ ক্ষমা করো, যাতে আমি নতুন জীবন পেতে পারি, এবং তোমার সংগে যেন অনন্তকাল ধরে থাকতে পারি। আমাকে সাহায্য কর যেন তোমার সন্তান হিসাবে তোমার বাধ্য থাকতে পারি এবং তোমার জন্য বেঁচে থাকতে পারি। আমেন।

বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সংগে কথা বলুন!

যোহন ৩:১৬